ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী ভার্সিটির হল দখল করে নিয়েছে শিবির, চট্টগ্রামের অভিযান ভেস্তে গেছে

সংবাদ ডেস্ক ঃ আওয়ামী লীগ সরকার বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে গত শুক্রবার জামাত সমর্থিত ইসলামী ছাত্র শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে নিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা হল দখলের উদ্দেশ্যে একাধিকবার চেষ্টা চালায়, তবে গতকাল পর্যন্ত তাদের প্রয়াস সফল হয়নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, ক্যাম্পাস মূলত এখন ছাত্র শিবিরের দখলে। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা শেষ হতে না হতেই বিনা প্রতিরোধে শিবির একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

গত শুক্রবার থেকে শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ আবাসিক হলগুলোতে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করছে। ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা আতঙ্কে হল ছেড়ে চলে গেছে। অনেকে ক্যাম্পাসেও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের এখন আর কোন প্রতিপক্ষ নেই। একমাত্র প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরাই ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে বর্তমানে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ হলগুলোর দখল নিয়েছে শিবির ক্যাডাররা।

রাজশাহী ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

রাজশাহী ঃ ভার্সিটি হল দখল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা জানায়, শিবির ক্যাডাররা রোববার সকালে শতাধিক পুলিশকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের টেন্টের দখল নিয়েছে। এ ছাড়া তারা আরও ২টি টেন্ট দখল করেছে। যেগুলোতে পুলিশ বসতো নিয়মিত।

সূত্রমতে, বিপুলসংখ্যক পুলিশের উপস্থিতিতে শিবির ক্যাডাররা বেলা ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত প্রশাসন ভবনের পাশে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে সমাবেশ ও শ্লোগান দেয়। সমাবেশে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডারও ছিল। এ ছাড়া শতাধিক সন্ত্রাসী মামলার আসামিরাও ক্যাডার সমাবেশে অংশ নেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। 'পুলিশি পাহারায়' সভা-সমাবেশ সরব শ্লোগান অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইদুর রহমান খান বলেন, ক্যাম্পাসে লাশ রয়েছে। তেমন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থারও সৃষ্টি হয়নি। তারপরও আতঙ্কে হল ছাড়লে প্রশাসনের করার কিছু নেই।

ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যালয় হতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি নামিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছে।

গতকাল ছাত্রদল ক্যাম্পাসে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে সমাবেশ করে। এ সমাবেশ থেকে বক্তারা হুমকি দিয়ে তাদের সংগঠনের নেতাকর্মীদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং সমাজকর্ম বিভাগে এক ছাত্রীকে অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তি করানোর অভিযোগ আনে। এ অনিয়ম অবিলম্বে বন্ধ এবং ভর্তি বাতিল করা না হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে তালা ঝুলানোরও হুমকি দিয়েছে তারা।

সংবাদ-এর চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, পুলিশি তৎপরতায় শিবির ক্যাডারদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের উদ্যোগ দ্বিতীয়বারের মতো ভেস্তে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে মন্দাকিনী ও রাঙ্গামাটিয়া পাহাড়ি এলাকায় শনিবার ভোররাতে ৬ ঘণ্টাব্যাপী পুলিশ-শিবির ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। পুলিশ শিবির ক্যাডারদের গ্রেফতার করতে পারেনি। দুই শিবির ক্যাডার গুলিবিদ্ধ ও ১ জন পুলিশ বোমায় আহত হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হাটহাজারী থানায় মন্দাকিনী ও রাঙ্গামাটিয়া পাহাড়ি এলাকায় শিবিরের দুর্ধর্ষ ক্যাডার হুমায়ুন ও সাজ্জাদের নেতৃত্বে গভীর রাতে ক্যাডার গ্রুপ জড়ো হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলো দখল করার জন্য। এ খবর পেয়ে পুলিশ রাত ৩টায় এ ২টি আস্তানায় হানা দেয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ক্যাডাররা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে পুলিশও পালটা গুলি ছোড়ে। এতে উভয়পক্ষে বন্দুকযুদ্ধ হয়। থেমে থেমে এ বন্দুকযুদ্ধ চলে বেলা ৯টা পর্যন্ত। এ সময় প্রায় ২শ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে শিবির ক্যাডাররা পরে গা ঢাকা দেয়।

পুলিশ জানায়, বন্দুকযুদ্ধের সময় ২ শিবির ক্যাডার গুলিবিদ্ধ হয়, তাদের শিবির ক্যাডাররা নিয়ে গেছে। ১ জন পুলিশ বোমায় আহত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ২ প্লাটুন বিডিআরসহ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। গতকাল রোববার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও শিবির মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশি বাধার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে উভয় সংগঠনের ক্যাডার গ্রুপগুলো রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে মেতে ওঠার প্রহর গুনছে। উল্লেখ্য, চলতি মাসের প্রথমদিকেও শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় হল দখল করার চেষ্টা করে।